পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, আপনার পিসিমা হার্টফেল করে মারা গেছেন।

এই রিপোর্ট দেখে বুঝতে পারছি যে, আমার ধারণা ভুল ছিল। কেননা, আপনার পিসিমা বড় জোর দু-তিন মাস বাঁচতেন। কেননা, তাঁর হার্টের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল!

এ সংবাদ পেয়ে আশাকরি আপনি আপনার পিসিমাকে হারানোর শোক কম অনুভব করবেন।

চার্লস ডাঃ মীনেলের কোন কথার উত্তর দেয় না।

সে ফোনের রিসিভারটা টেবিলের ওপরে রেখে দেয়।

তার মনে হয় যে, তার দেহটা শোলার মত হাল্কা হয়ে গেছে। দেহে কোন শক্তি নেই!

ঝাপসা চোখের সামনে ফাঁসিকাঠের দড়ি ভেসে ওঠে। এই দড়িটা বিষাক্ত সাপের মত ফণা বিস্তার করে তার দিকে এগিয়ে আসছে। ওর হাত থেকে বাঁচার কোন পথ নেই চার্লসের।

এমন সময় হপকিন্স কি যেন বলে চার্লসকে।

হপকিন্সের কোন কথাই তার কানে ঢোকে না।

শুধুমাত্র একটা অব্যক্ত শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। সে নিজেকে ধরে রাখতে পারে না।

হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে মেঝের কার্পেটের ওপরে লুটিয়ে পড়ে।

মিষ্ট্রি অফ দি বাগদাদ চেষ্ট

খবরের কাজজে বিভৎস সংবাদ পড়ে আমি বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ি।

কাগজটা প্রখ্যাত গোয়েন্দা ও আমার বন্ধু পোয়ারোর দিকে এগিয়ে দিই।

বলি, খবরটা পড়ে দেখো। কি বিভৎস। মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে?

পোয়ারো কাগজের খবরটা পড়ে। চোখ বুজে নিজের আরাম কেদারায় বসে থাকে। আস্তে আস্তে পা নাড়ায়।

একবার বলে, তুমি ঠিকই বলেছো হেস্টিংস। ব্যাপারটা সত্যিই বিভৎস।

পোয়ারের সম্মতি পেয়ে আমি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারি না।

আশ্চর্য্যভাবে যে ব্যাপারটা ঘটেছে, তা বর্ণনা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

বলি, ঠাণ্ডা মাথায় খুনী নিজের বন্ধুকে খুন করল! খুনের পর মৃতদেহটাকে সুন্দর কারুকার্য্যময় বাক্সের ভেতরে ডালা চাপা দিয়ে রাখল!

ঘটনার আধ ঘন্টার পরে নিহত বন্ধুর সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলে!

তাস খেলে! খাওয়া দাওয়া করে! গল্প গুজব করে সময় কাটায়!

খুনীর সুন্দর অভিনয় নিহতের স্ত্রী বিন্দুমাত্র বুঝতে পারে না! সে বেশ আনন্দের মধ্যে দিয়ে সময় কাটায়!

শুধু তাই নয়, সেদিন খুনীর বাড়ীতে আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা খুবই হৈ হল্লা করে আনন্দ করে।

কিন্তু সে ঘরেই যে একটা-সুদৃশ্য বাক্সের মধ্যে আর একজন মৃত অবস্থায় ঘাড় বাঁকিয়ে শুয়ে আছে, তা কেউই বুঝতে পারে না।

কাজেই, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নাটকিয় ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

খবরে কাগজে নিহত ব্যক্তির রূপোসী স্ত্রীর হাফ ফটো ছাপা হয়।

ফটোটা তত ভাল না ছাপা হলেও মহিলাটি যে সত্যিই প্রকৃত সুন্দরী তাতে কোন সন্দেহ থাকে না।

আমাকে কাগজের ফটো দেখতে দেখে পোয়ারো কাগজটা আমার কাছ থেকে নেয়। ফটোটা গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখে।

তার দুচোখে স্বভাব সুলভ হাসি ফুটে ওঠে।

বলে, মহিলাটি প্রকৃতই সুন্দরী। যুগ যুগ ধরে সৃষ্টি কর্তা এদের মর্তে পাঠান পুরুষদের মন জয় করার জন্য।

অবশ্য এত বয়স পর্যন্ত্য আমার ঐ পাঠশালায় হাতেখড়ি পর্য্যন্ত হয়নি।

আমি হেসে উঠি।

বলি, ঈশপের দ্রাক্ষাফল টকের গল্পটা আমার মনে পড়ছে পোয়ারে।

পোয়ারে শুধু হাসে। এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করে না।

ব্যাপারটা হল, বিগত ১০ই মার্চ মেজর রীচের জন্ম তিথি উপলক্ষ্যে তিনি অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে মিঃ ও মিসেস কার্টারকে ডিনার পার্টিতে আমন্ত্রণ জানায়।

সেদিন বিকেলে মিঃ কার্টার তার আরও একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডাঃ এডগারের সঙ্গে বারে পানীয় পান করে।

সে সময় মিঃ কার্টার ডাঃ এডগারকে জানায় যে, ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে সে কয়েকদিনের জন্য স্কটল্যাণ্ডে যাবে। কাজেই, আজকের মেজর রীচের পার্টিতে তার পক্ষে থাকা সম্ভব হবে না।

তবে তার স্ত্রী মার্গারেট তার হয়ে পার্টিতে উপস্থিত থাকবে।

অবশ্য, শহর ছাড়ার আগে একটি বারের জন্য সে মেজর রীচের সঙ্গে দেখা করবে।

মিঃ কার্টার নিজের কথা রেখেছে।

সন্ধ্যে সাতটার সময়ে ষ্টেশনে যাবার পথে মেজর রীচের বাড়ীতে আসে।

কিন্তু সে সময় মেজর রীচ বাড়ীতে ছিল না।

মেজর রীচের পুরোনো চাকর জন তাকে অভ্যর্থনা জানায়। মেজর রীচের জন্য অপেক্ষা করতে অনুরোধ জানায়। মিঃ কার্টারের হাতে বেশী সময় না থাকায় সে অপেক্ষা করতে পারে না। মেজর রীচকে চিঠি লিখে ষ্টেশনে যাবার কথা জনকে জানায়।

জন মিঃ কার্টারকে নিয়ে একটা বেশ বড় ঘরে নিয়ে যায়। একটা টেবিলের ওপরে লেখার সরঞ্জাম দেখিয়ে নিজের কাজে চলে যায়।

প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট পরে মেজর রীচকে ড্রইংরুমে বসে থাকতে দেখে জন। মেজর রীচ তাকে সিগারেট আনার জন্য টাকা দেয়।

বাগানে কাজ করার ও আধো-অন্ধকারের জন্যই হয়ত মেজর রীচ কখন বাড়ীতে ফিরেছে তা জন বুঝতে পারে না।

সিগারেট কিনে আনার পর মেজর রীচকে একলা ঘরে বসে থাকতে দেখে সে ভাবে, মেজর রীচের সঙ্গে মিঃ কার্টারের বোধ হয় দেখা হয়েছে। মিঃ কার্টার বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ষ্টেশনে এতক্ষণে চলে গেছে।

এছাড়া অন্য কিছু হবার সম্ভাবনার কথা তার মনে আসেনি।

ঠিক তার জন্যই সে এ বিষয়ে মেজরকে কোন প্রশ্ন করে না। নিজের কাজে চলে যায়।

তার একটু পরেই আমন্ত্রিত অতিথিরা আসতে শুরু করে।

প্রথমে মিঃ ও মিসেস স্পেন্স আসে। তারপরে এডগার ও মিসেস মার্গারেট কার্টার আসে।

এবার আসরটা বেশ জমে ওঠে।

সকলেই মেজর রীচের পার্টি দেবার মত বড় ঘরটায় বসে। তাস খেলা, হাসি-ঠাট্টা ও পানাহারে আসর বেশ জমজমাট হয়। .....

পার্টি শেষ হয় তা প্রায় রাত বারোটা।

পরের দিন সকালে প্রতিদিনের মত ঘরদোর ঝাড় পোছ করতে শুরু করে।

এক সময় গতদিনের পার্টি হওয়ার ঘরে আসে। ঘরের এক কোণের পুরু কার্পেটের ওপরে বেশ কিছুটা জমাট কালো রক্ত দেখতে পায়।

তার পরেই ঘরের মোটা পর্দা দিয়ে ঘরটাকে দুভাগ করা হয়েছে। পর্দার ওপাশে বড় সাইজের রেডিওগ্রমের ক্যাবিনেট।

রেডিওগ্রামের হাত তিনক তফাতে একটা সুদৃশ্য নানান রকম কারুকার্য্য করা একটা বেশ বড় কাঠের বাক্স আছে।

এই বাক্সে কিছু রাখা হয় না। সৌন্দর্য্যের জন্য এটা এঘরের এক কোণে পর্দার

আড়ালে রাখা হয়েছে। এটাকেও অতীতের দুষ্প্রাপ্য জিনিষের মধ্যে ধরা হয়।

জন কালো রক্তকে অনুসরণ করে এগোয়। কালো বাক্সের কোণ থেকে এই রক্ত বেরুনোর আভাষ পায়।

সে কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

খুবই সাবধানে বাক্সের ওপরকার ডালা খোলে।

সঙ্গে সঙ্গে জন চম্‌কে ওঠে। আতঙ্কে তার হাত পা কাঁপতে শুরু করে। দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়।

একটা শক্ত সবল লোককে ঘাড় গুঁজে বাক্সের মধ্যে মৃত অবস্থায় দেখে। তাকে খুন করা হয়েছে। তারই রক্ত বাক্সের ভেতর থেকে চুইয়ে কার্পেটের ওপর এসেছে!

এ অবস্থায় জন যে কি করবে তা ভেবে পায় না। সে দিশেহারা হয়ে ওঠে।

ঠিক সময়ে মেজর রীচও বাড়ীতে ছিল না।

তাই নিরুপায় হয়ে সে পুলিশে টেলিফোন করে।

জনের কাজ থেকে টেলিফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ মেজর রীচের বাড়ীতে আসে।

মৃত দেহটা যে মিঃ কার্টারের তা সনাক্ত করে জন।

পুলিশ মেজর রীচকে গ্রেপ্তার করে।

মেজর রীচ প্রতিবাদ করে। বলে, সে এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কিছুই জানে না। এমন কি, মিঃ কার্টার যে গতকাল তার বাড়িতে এসেছিল তাও সে জানে না।

এরপর খবরের কাগজে পরিষ্কার করে মন্তব্য করে যে, মিসেস মার্গারেট কার্টারের সঙ্গে মেজর রীচের অবৈধ সম্পর্ক ছিল!

তাই পথের কাঁটা সরিয়ে দেবার জন্য মেজর রীচ এই পরিকল্পনা নিয়েছে!

এ ঘটনার দিন চার-পাঁচেকের পর আমাদের যদি লেডী চ্যাটারিনের বাড়ীতে ডিনার পার্টির আমন্ত্রণ না থাকতো, তা হলে হয়ত সকলেই কাগজওলাদের মন্তব্যকেই বিশ্বাস করত। মেজর রীচও বোধহয় সেভাবেই শাস্তি পেত!

১৫ই মার্চ পোয়ারোর সঙ্গে লেডী চ্যাটারিনের বাড়ীতে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যাই। লেডী চ্যাটারিন আমাদের দুজনেরই ঘনিষ্ট বান্ধবী।

অন্যান্য জায়গায় কোন রকমে মানিয়ে নিলে, এ জাতীয় অনুষ্ঠানে পোয়ারোর সঙ্গে যেতে আমার খুবই অস্বস্তি লাগে।

কেননা, পোয়ারে এমন ভাব দেখায় যে, তার মত বুদ্ধিমান ও চতুর পৃথিবীতে বোধ হয় আর কেউ নেই।

এমন কি, নিজেই নিজের প্রশংসা করতে ছাড়ে না!

এ বিষয়ে কিছু বললে সে রেগে ওঠে। বলে, আমি অন্যায় কোথায় করলাম?

এটাতো কারও অস্বীকার করার পথ নেই যে, বর্তমানে একমাত্র আমিই পৃথিবীর মধ্যে প্রখ্যাত গোয়েন্দা? কাজেই এ কথা দশজনের সামনে আমি বললেই যত দোষ হয়!

তাছাড়া লেডী চ্যাটারিণ পোয়ারোর অন্ধ ভক্ত।

লেডী চ্যাটারিণের বৈঠকখানায় আমন্ত্রিতেরা সকলে বসেছে। গল্পগুজব করছে।

পোয়ারো একটা পিকনিজ কুকুরের হারানোর সূত্র ধরে কি করে একটা বিরাট চোরের দলকে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছিল, সেকথা বেশ উত্তেজনার সঙ্গে সমানে বলে যাচ্ছিল।

তার কথা শুনে অনেকে প্রশংসা করে।

সে বেশ মনোযোগ দিয়ে সেই প্রশংসা শোনে। নিজেকে গর্ববোধ করে।

এরপর সকলের পরামর্শমত তাসখেলা শুরু হয়।

লেডী চ্যাটারিণ বেশ কায়দা করে পোয়ারোকে তাদের দল থেকে ড্রইংরুমের বাইরেবের করে নেয়।

অগত্যা আমাকেও পোয়ারোর পথ অনুসরণ করতে হয়।

লেডী চ্যাটারিণ পোয়ারোকে একটু আড়ালে নিয়ে যায়। সে সময় তাকে বেশ উত্তেজিত মনে হয়।

সে প্রায় পোয়ারোর কানের কাছ মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলে, আমার একজন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী খুবই বিপদে পড়েছে। আপনার সাহায্য তার বিশেষ প্রয়োজন। আপনি দয়া করে আমার সেই বান্ধবীকে নিশ্চয়ই প্রত্যাখান করবেন না?

—তিনি কোথায় আছেন? পোয়ারো চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করে।

—দোতলায় আমার ঘরে বসিয়ে রেখেছি। আপনি যদি দয়া করে দোতলায় আমার সেই ঘরে তার সঙ্গে দেখা করেন, তবে খুবই উপকার হবে।

পোয়ারো লেডী চ্যাটারিণের প্রস্তাবে সম্মত হয়। লেডী চ্যাটারিণের পেছন পেছন বাড়ীর দোতলায় যায়। আমিও তাকে অনুসরণ করি।

লেড়ী চ্যাটারিণ একটা ঘরের ভেজানো দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। দরজায় মৃদু শব্দ করে। আস্তে করে দরজার পাল্লা খোলে। সকলকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে।

ঘরের ভেতরে একটি সুন্দরী মহিলা বসেছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে সে উঠে দাঁড়ায়।

লেডী চ্যাটারিণ বেশ আনন্দের সঙ্গে বলে ওঠে, দেখ মার্গারেট, আমি পৃথিবীখ্যাত গোয়েন্দা পোয়ারো ও তার সহকারী হেস্টিংসকে এক সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

তার পরেই লেডী চ্যাটারিণ ব্যস্ত হয়।

সকলের উদ্দেশ্য বলে, আমি আর এখানে দাঁড়াতে পারছি না। নীচে অনেক অতিথি এসেছেন। তাদের দেখাশোনা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

আমি মার্গারেটকে ভাল করে লক্ষ্য করি।

প্রথমেই মার্গারেটকে বিষাদগ্রস্থ বলে মনে হয়। বয়স হয়ত ত্রিশ কিংবা বত্রিশ হবে। কিন্তু তার মুখের লাবণ্যের জন্য তাকে আরো কম বয়সী বলে মনে হয়।

মার্গারেট যে প্রকৃতই সুন্দরী তাকে না দেখলে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

মার্গারেট আমাদের সোফায় বসতে অনুরোধ জানায়।

এক রকম অস্ফূট স্বরে বলে, লেডী চ্যাটারিণই আপনার খ্যাতি আমার কাছে করেছে। তার ধারণা আমার বিপদ একমাত্র আপনিই দূর করতে পারেন।

তবে কিভাবে যে আমাকে আপনি বিপদ মুক্ত করবেন তা আমি জানি না। সত্যিই জানি না।

তবুও আমি আপনার ওপর নির্ভর করে আশায় বুক বেঁধে আছি।

কথা বলতে বলতে মার্গারেটের কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। সে সজল নয়নে পোয়ারোর দিকে তাকায়।

পোয়ারোও সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে মার্গারেটকে দেখছিল। তার চাহনী দেখে মনে হয়, কোন নূতন রোগীকে পেয়ে ডাক্তার যেমন তাকে উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করে, সেও সে রকম ভাবেই মার্গারেটকে লক্ষ্য করছিল।

পোয়ারো এবার গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করে। আপনি আমার কাছ থেকে কি রকম সাহায্য আশা করেন?

মার্গারেট বেশ অপ্রস্তুত হয়।

বলে, আমার পরিচয় নিশ্চয়ই আপনাকে দিতে হবে না?

—না, তা দিতে হবে না। আপনিই যে মিসেস মার্গারেট কার্টার তা আমি প্রথমেই বুঝতে পেরেছি।

—তা হলে নিশ্চয়ই আপনার কাছে আমি কি আশা করতে পারি তা আপনি বুঝতে পেরেছেন?

—তবুও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন মিসেস কার্টার।

—বেশ, তা হলে শুনুন, পুলিশ মেজর রীচকে মিঃ কার্টারের হত্যাকরী হিসেবে গ্রেপ্তার করেছে। আপাত দৃষ্টিতে তাই মনে হয়। তবে আমি বেশ জোর দিয়ে বলতে পারি যে, মেজর রীচ একাজ করতে পারে না। তার উপর অন্যায়ভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে।

—আপনার ধারণার কথা শুনলাম। এখন বলুন তো, মেজর রীচ কি করণের জন্য আপনার স্বামী মিঃ কার্টারকে খুন করতে পারেন না?

মার্গারেট বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনায় তার মুখখানা লাল হয়ে ওঠে।

আস্তে আস্তে বলে, মেজর রীচকে আমি এত ভালভাবে চিনি যে, তার পক্ষে একাজ করা অসম্ভব।

সঙ্গে সঙ্গে পোয়ারো নির্বিকার ও ভাবলেশহীন কণ্ঠে প্রশ্ন করে, তাহলে আপনি বলতে চাইছেন যে, আপনি মেজর রীচকে খুব ভাল করে চেনেন?

পোয়ারোর কথায় মার্গারেটের মুখমণ্ডল লাল হয়ে ওঠে।

আমতা আমতা করে বলে, মানে—ইয়ে—লোকতো তাই বলে।

—আপনি অযথা উত্তেজিত হচ্ছেন ম্যাডাম! আপনি হয়ত ভাল করেই জানেন যে, এ পৃথিবীতে তিন শ্রেণীর কাছে সত্যি কথা বলা প্রয়োজন।

যেমন, প্রথমতঃ মৃত্যুর সময় ধর্মযাজকের কাছে সত্যি কথা বলতে হয়। দ্বিতীয়তঃ আপনি যে দোকানে বেশ পরিচর্যা করেন, সেখানকার হেয়ার ড্রেসারের কাছে প্রকৃত কথা বলবেন। সব শেষে হল ভাড়াটে গোয়েন্দার কছে।

তবে এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি যদি শেষোক্ত সম্প্রদায়ের ওপরে বিশ্বাস রাখেন, তবেই বলবেন।

পোয়ারোর জন্যই হয়ত মার্গারেটের মনে দ্বিধা দ্বন্দ্বের ঝড় ওঠে। সে প্রায় বেসামাল হবার উপক্রম হয়।

অতি কষ্টে সে নিজকে সংযত করে।

পরে বলে হ্যাঁ, আমি আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

পোয়ারে সন্ধানী দৃষ্টি মার্গারেটের মুখের ওপরে মেলে ধরে।

বলে, তাহলে এবার আর আপনার কোন অসুবিধে নেই বলতে যে, মেজর রীচের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা কতখানি?

বেশ স্পষ্টভাবে বলে, বিগত দু বছর আগে মেজর রীচের সঙ্গে আমার যখন পরিচয় হয়, তখন থেকে আমি তাকে মনে প্রাণে পছন্দ করি। তার ঘনিষ্ঠ হবার জন্য মন চায়।

কিন্তু দুঃখের কথা, কোনদিনই মেজর রীচের কাছ থেকে এ জাতীয় কোন আভাস পাই না! ফলে ব্যাপারটা এক তরফাই ছিল।

মাত্র কিছুদিন আগে আমার মনে হয় মেজর রীচও আমাকে পছন্দ করে। তবে মুখ ফুটে এ জাতীয় কোন কথাই আজ পর্য্যন্ত সে বলেনি।

পোয়ারো মার্গারেটের কথায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

বেশ প্রফুল্লের সঙ্গে বলে, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম। কেননা, আপনার বক্তব্য আমার অনেক পরিশ্রম লাঘব করবে।

তবে এবার আপনাকে বেশ ভাল করে চিন্তা করে বলতে হবে যে, আপনার স্বামী অর্থাৎ মিঃ কার্টার কি ব্যাপারটা সন্দেহের চোখে দেখতেন?

মার্গারেট ধীর স্থির ভাবে উত্তর দেয়।

বলে, এ ব্যাপারে সঠিক আপনাকে কিছু বলতে পারব না। তবে বিগত কয়েক মাস ধরে তিনি আমার সঙ্গে একটু অন্য রকম ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ সব সময় তিনি আমাকে চোখে চোখে রাখতেন।

—আচ্ছা সত্যি করে বলুন তো ম্যাডাম, আপনি কি সত্যিই আপনার স্বামীকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন?

এ প্রশ্নটা অন্য কোন বিবাহিত মহিলাকে করলে তার পক্ষে সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দেওয়া সম্ভব হত না।

কিন্তু মার্গারেট একেবারে সে দিকে এগোয় না।

সে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে, আজ্ঞে না।

মার্গারেটের স্পষ্ট উক্তি পোয়ারোর ভাল লাগে। সে মার্গারেটের মন্তব্যকে মাথা নেড়ে স্বীকার করে।

পরে বলে, দেখুন ম্যাডাম, সাক্ষ্য প্রমাণ ইত্যাদিতে মেজর রীচকে হত্যাকারী ছাড়া আর কিছু চিন্তা করা যায় না।

তবে প্রশ্ন হচ্ছে, এর ভেতরেই আপনি কি মেজর রীচকে বাঁচাবার মত কোন ফাঁকের সন্ধান পেয়েছেন?

—না।

—আপনার স্বামী যে বাইরে যাবেন, সে কথা আপনি কখন জানতে পারেন?

অন্যান্য দিনের চেয়ে আধ ঘন্টা আগে তিনি বাড়ীতে আসেন। জানান অন্যান্য বারের মত কাজের জন্য এবারও দু-চারদিন বাইরে যাবেন। এর আগে এ রকম বাইরে যাবার জন্য এ বিষয়ে আমি কোন চিন্তা করি না। সেই আমার সঙ্গে মিঃ কার্টারের শেষ দেখা।

—এবার মেজর রীচের সম্বন্ধে কিছু জানা যাক। সেদিনের পার্টিতে মেজর রীচের আচার ব্যবহারের মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করেছিলেন?

—না, সে রকম কিছু নজরে পড়েনি।

তবে সেদিন মেজর রীচকে বেশ একটু অন্যমনস্কভাবে দেখি। তিনি আমার সঙ্গে আগের মত মন খুলে ব্যবহার করেননি। তবে অন্যান্য আমন্ত্রিতদের সঙ্গে বেশ স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্তা বলছিলেন।

যদিও মেজর রীচ অন্যমনস্ক ছিলেন, তবুও আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, তিনি কিছুতেই মিঃ কার্টারের হত্যাকারী নন।

—সেদিন পার্টিতে এমন কোন অস্বাভাবিক ঘটনা আপনার চোখে পড়েছে, যাকে কোন মতেই স্বাভাবিক বলা যায় না।

—না, সে রকম কিছু আমার নজরে পড়েনি।

—আপনি কি সেই কারুকার্য্য করা কাঠের বাক্সটা সেদিন দেখেছিলেন?

পোয়ারোর কথায় মার্গারেটের মুখমণ্ডলে আতঙ্কের ছাপ ফুটে ওঠে। অল্প সময় সে কিছু বলতে পারে না।

মার্গারেট অল্প সময়ের মধ্যে নিজেকে সংযত করে।

পোয়ারোর চোখে চোখ রেখে বলে, মিঃ কার্টারের মৃত্যুর আগে ঐ অপয়া বাক্সটাকে আমি আগে দেখেছি বলে মনে হয় না। কেননা, ওটা পর্দার আড়ালে ছিল।

তবে মেজর রীচের রেডিওগ্রামটা ঐ বাক্সের পাশেই ছিল। সেদিন যতক্ষণ আমরা মেজর রীচের বাড়ীতে ছিলাম, ততক্ষণ আমরা গান শুনেছি।

মাঝে মাঝে রেকর্ড বদলাবার জন্য ডাঃ এডগার পর্দার ভেতরে যেতেন। আমরা সকলে তখন তাস খেলা নিয়ে মেতে ছিলাম।

—সে তাস খেলায় কে কোন পক্ষে ছিলেন, ও কে শেষ পর্যন্ত জিতলো?

—মেজর রীচ ও মিসেস স্পেন্স এক পক্ষে ছিলেন। আমিও মিঃ স্পেন্স অপর পক্ষে ছিলাম।

সেদিন আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না। ওরা অনেক ব্যবধানে জিতলো। আমরা দু'জনে মোট পঁয়ত্রিশ শিলিং হারাই।

—আপনাদের পার্টি কখন ভাঙলো?

—তা প্রায় বারোটা হবে। অবশ্য সকলে এক সঙ্গে মেজর রীচের কাছ থেকে বিদায় নিই।

পোয়ারো 'হু' শব্দ করে। অল্প সময় চিন্তা করে।

পরে বলে, বর্তমানে আপনার কথা আমি মেনে নিলাম। কিন্তু অতীতের ব্যাপার কি হবে?

মার্গারেট চমকে ওঠে। তার মুখখানা সিঁদুরের মত লাল হয়ে ওঠে।

সলজ্জভাবে বলে, আপনি কি অতীতের সেই যুবকটির কথা বলছেন, যে আমাকে কাছে না পেয়ে আত্মহত্যা করে?

পোয়ারোর চোখজোড়া সতর্কতায় জ্বলজ্বল করে ওঠে।

বলে, ঠিক তা নয় মিসেস কার্টার।

—তা হলে কি আপনি ইটালীয়ান যুবকদ্বয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা বলছেন? আচ্ছা আপনিই বলুন, এতে আমার দোষ কোথায়? তবে ঈশ্বরের করুণায় দু'জনেই তেমন গুরুতর আঘাত পায়নি।

উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মার্গারেট এক সময় পোয়ারোর দিকে তাকায়।

পোয়ারো কোন কথা না বলে নিজের আসন থেকে উঠে দাঁড়ায়।

মৃদু হেসে বলে, সে যাই করুক না কেন, আমি কিন্তু আপনার জন্য কারো সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করব না।

তবে আপনার অনুরোধ আমি গ্রহণ করলাম। মিঃ কার্টারের মৃত্যু রহস্য আমি উদ্‌ঘাটন করবই। আশাকরি সে রহস্য উদ্‌ঘাটিত হলে আপনার মনে যেন আবার নূতন করে আঘাত না লাগে।

পরের দিন বেলা দশটার সময় ডাঃ এডগারের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা রেখেছিল পোয়ারো।

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে আমরা ডাঃ এডগারের বাড়ীতে যাই।

ডাঃ এডগার আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

ডাঃ এডগার বেশ হাসিখুশি প্রকৃতির লোক। বয়েস প্রায় চল্লিশের ওপর। এখনও সে বিয়ে করেনি।

সে পোয়ারোর প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর বেশ আগ্রহের সঙ্গে জবাব দেয়।

—আচ্ছা ডাঃ এডগার, মিঃ কার্টার ও মেজর রীচের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব কত দিনের?

—তা বহু দিনের।

—খবরের কাগজে যে সংবাদ ও মন্তব্য করা হয়েছে সে বিষয়ে আপনার মতামত কি?

—আপাত দৃষ্টিতে সঠিকভাবেই ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঘটনার দিন বিকেলবেলা মিঃ কার্টারের সঙ্গে আপনার দেখা সাক্ষাৎ ইত্যাদি বিষয়ে কিছু বলবেন কি?

—ঘটনার দিন বেকেলবেলা মিঃ কার্টারের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমরা দুজন পানীয় পান করি। অবশ্য আগেও আমরা এভাবে পান করেছি।

সেদিন পানীয় পান করার সময় তিনি বলেন যে, বিশেষ কাজে তাঁকে বিকেলবেলা বাইরে যেতে হচ্ছে। কাজেই, মেজর রীচের পার্টিতে সে থাকতে না পারার জন্য দুঃখিত। তবে কার পক্ষে মার্গারেট পার্টিতে উপস্থিত থাকবে।

এ ছাড়াও তিনি বলে, যাবার আগে যে করে হোক তিনি মেজর রীচের সঙ্গে দেখা করে দুঃখ প্রকাশ করবেন।

—সে সময় মিঃ কার্টারের মনের অবস্থা কি রকম ছিল? অর্থাৎ খুব কি চিন্তিত মনে হয়েছে?

ডাঃ এডগার অল্প সময় চিন্তা করে।

পরে আস্তে আস্তে বলে, মিঃ কার্টার আসলেই শান্ত প্রকৃতির মানুষ। সেদিনও তিনি বেশ ধীরস্থিরই ছিলেন। তার ভেতরে কোন ভাবান্তর নজরে পড়েনি।

—আচ্ছা ডাঃ এডগার, মিঃ কার্টারের সঙ্গে মেজর রীচের কোন মনোমালিন্য ছিল?

—মোটেই না। সে রকম কিছু হলে আমি নিশ্চয়ই জানতাম। তাছাড়া, আমি যতদূর জানি, তাতে ওদের দুজনের মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল।

—আচ্ছা ডাঃ এডগার, মিসেস মার্গারেট কার্টারের সঙ্গে মেজর রীচের ঘনিষ্ঠতা ব্যাপারে মিঃ কার্টারের কোন আপত্তি কিংবা অভিযোগ ছিল?

ডাঃ এডগারের মুখখানা উত্তেজনায় লাল হয়ে ওঠে।

বেশ বিব্রতের সঙ্গে বলে, আপনিও বোধহয় কাগজ-ওলাদের মন্তব্যকে সত্যি বলে মেনে নিয়েছেন! কেননা, আমার ব্যক্তিগত ধারণা ঠিক তার উল্টোটা।

ঘটনার দিন বিকেলবেলা তিনি যখন আমার সঙ্গে পানীয় পান করছিলেন, তখন বেশ সহজ ও সরলভাবে বলেন, হঠাৎ জরুরী কাজেই বিকেলেই বাইরে যেতে হচ্ছে। ফলে, মেজর রীচের ডিনার পার্টিতে উপস্থিত থাকতে পারছি না বলে দুঃখিত। তবে স্ত্রী মার্গারেট আমাদের দু'জনের হয়ে উপস্থিত থাকবে।

—খুব ভাল কথা ডাঃ এডগার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেদিন ডিনার পার্টিতে মেজর রীচের ব্যবহার ও হাবভাব কি রকম ছিল?

—না, না, সে বিষয়ে কোন পরিবর্তন আমি দেখিনি। তবে কার মনে কি থাকে তা তো বাইরের লোকের পক্ষে জানা কোন মতেই সম্ভব নয়।

—মিসেস মার্গারেট কার্টারকে সেদিন কি রকম লাগছিল?

ডাঃ এডগার অল্প সময় চিন্তা করে। মনে হয় সেদিন ডিনার পার্টির কথা মনে করতে চেষ্টা করে। পরে বলে, আমার যতদূর মনে আছে, তাতে ভদ্রমহিলাকে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত বেশ বিমর্ষ লাগছিল।

আসলে ভদ্রমহিলা খুবই আমুদে। হাসি ঠাট্টা করে আসর বেশ জমিয়ে রাখতে পারেন। কিন্তু সেদিন তিনি সব সময় চুপচাপ ছিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি কোন দুশ্চিন্তায় ডুবে ছিলেন।

—আচ্ছা ডাঃ এডগার, সেদিনের ডিনার পার্টিতে প্রথম কে গিয়েছিলেন?

—আমার বিশ্বাস মিঃ ও মিসেস স্পেন্স প্রথম পার্টিতে গিয়েছিলেন। কেননা, আমি সেখানে পৌঁছে ওঁদের গল্পগুজব করতে দেখি।

আমি মিসেস মার্গারেট কার্টারকে আনার জন্য ওঁর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। বাড়ীতে গিয়ে শুনলাম, তিনি কিছুক্ষণ আগে মেজর রীচের ডিনার পার্টিতে যোগ দিতে বেরিয়েছেন।

তারপর আমি সোজা মেজর রীচের বাড়ীতে যাই। আমার পৌঁছুনোর অল্প পরে মিসেস মার্গারেট কার্টার মেজরের বাড়ীতে আসেন।

—আচ্ছা ডাঃ এডগার, সেদিন ডিনার পার্টিতে কি রকম ভাবে কাটান?

—কেন, তাস খেলে, গল্পগুজব করে ও মেজর রীচের সন্দর সুন্দর রেকর্ডের গান শুনে বেশ আনন্দের সঙ্গে কাটাই।

পোয়ারো বেশ একটু চিন্তিত হয়।

বলে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ডাঃ এডগার, আপনারা তো পাঁচজন মেজর রীচের ডিনার পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনারা নিশ্চয়ই ব্রীজ খেলেছেন?

—ঠিক তাই।

—তা হলে নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে আপনারা পার্টনার বদল করেছেন?

—আপনার অনুমান ঠিক নয় মিঃ পোয়ারো। কেননা, আমি বাদে ওখানে সকলেই ব্রীজ খেলায় ওস্তাদ। আমিই হলাম নবীশ।

কাজেই, ওরা তাস খেলছিল। আমি ওদের পাশে বসে খেলা দেখছিলাম। তাছাড়া, গান শেষ হলে রেডিওগ্রামের রেকর্ড পাল্টে দিচ্ছিলাম। ও দায়িত্বটা সকলে আমার ওপরে ন্যস্ত করেন।

—খুব ভাল। এবার নিশ্চয়ই আপনি বেশ ভাল করে বলতে পারবেন যে, আপনাদের সেই পার্টি রাত কটার সময় শেষ হয়েছিল?

—আমরা সকলে যখন মেজর রীচের কাছ থেকে বিদায় নিই, তখন রাত বারটা বেজে দু-চার মিনিট হয়েছিল।

—আপনারা কি সকলে একই সঙ্গে মেজর রীচের বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেন?

—ঠিক তাই। আমরা বেরিয়ে মিঃ ও মিসেস্ স্পেন্সকে ট্যাক্সি ধরে দিই।

মিসেস মার্গারেট কার্টারকে আমার গাড়ী করে তাঁর বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিই। তারপর আমি বাড়ী ফিরি।

এবার আমরা ডাঃ এডগারকে ধন্যবাদ জানাই। তার কাছ থেকে বিদায় নিই।

পরে মিঃ ও মিসেস স্পেন্সের বাড়ীতে যাই।

মিঃ স্পেন্স অফিসে বেরিয়ে যাবার জন্য তার সঙ্গে আমাদের দেখা হয় না। তবে মিসেস স্পেন্স আমাদের অভ্যর্থনা করে ড্রইংরুমে বসায়।

মিসেস স্পেন্সের বয়স বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। দেখতে তেমন একটা আহামরী নয়। বকর বকর করতে পারদর্শীনি। মিঃ কার্টারের মৃত্যুর ব্যাপারে আমরা তদন্ত করছি জেনে সে আনন্দিত হয়। আমাদের প্রশ্ন করার আগেই সে এমন বকর বকর শুরু করে যে, আমরা অতিষ্ট হয়ে উঠি।

তার বকর বকরের মধ্যে নূতন কোন সূত্র আমরা পাই না। ডাঃ এডগারের বিবৃতির অনুলিপি বললে ভুল হয় না।

এক রকম বিরক্ত হয়েই আমরা মিসেস স্পেন্সের কাছ থেকে বিদায় নিই।

পরে মেজর রীচের বাড়ীতে যাই। অবশ্য সকালে বন্ধু ইন্সপেক্টর জ্যাপকে মেজর রীচের বাড়ীতে যাবার কথা জানিয়ে রেখেছিল পোয়ারো। ইন্সপেক্টর জ্যাপ জনকে জানিয়ে রাখে।

কাজেই, মেজর রীচের চাকর জন সকাল থেকে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে।

আমাদের দেখে অভ্যর্থনা করে যে ঘরে ডিনার পার্টি হয়েছিল, সে ঘরে নিয়ে যায়।

ঘরের একদিকে কিছুটা জায়গা পুরু পর্দা দিয়ে আড়াল করে রাখা হয়েছিল।

জনকে জেরা করে যা জানা যায় তা খবরের কাগজ থেকে আগেই আমরা সংগ্রহ করেছিলাম। অর্থাৎ মিঃ কার্টার সন্ধ্যের মুখে মুখে মেজর রীচের সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

মজর রীচ তখন বাড়ীতে ছিলেন না। জন বাগানে কাজে ব্যস্ত ছিল। তাই মিঃ কার্টারকে মেজর রীচের জন্য অপেক্ষা করতে অনুরোধ জানায়।

কিন্তু মিঃ কার্টার জানায় যে, তিনি এখনই বিশেষ জরুরী কাজে স্কটল্যাণ্ডে যাচ্ছেন। কাজেই, মেজর রীচকে একটা চিঠি লিখে যেতে চান।

জন তখন মিঃ কার্টারকে মেজরের লেখাপড়ার টেবিলে বসে চিঠি লিখতে অনুরোধ জানায়।

তারপরেই জন নিজের কাছে চলে যায়।

প্রায় মিনিট দশেক পরে মেজর রীচের ডাকে সে পার্টির ঘরে আসে। মেজর রীচকে একলা নিজের চেয়ারে বসে থাকতে দেখে। ভাবে, সন্ধ্যের অন্ধকারের জন্যই সে মেজর রীচের আসাটা দেখে নি।

মেজর রীচ জনকে এক প্যাকেট সিগারেট আনর জন্য পয়সা দেয়।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে জন সিগারেট নিয়ে আসে। তখনও মেজর রীচকে একলা ঘরে বসে থাকতে দেখে।

ভাবে, মিঃ কার্টারের সঙ্গে মেজর রীচের নিশ্চয়ই দেখা হয়েছে। তারপরই মিঃ কার্টারের বিষয়ে কোন উৎসাহ দেখায় না।

এবার পোয়ারো প্রশ্ন করে, আচ্ছা জন, ঘটনার দিনে অথবা রাত্রে মেজর রীচের চলাফেরার মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করেছো?

—আজ্ঞে না স্যার। অন্যান্য দিনের মত স্বাভাবিকই ছিল। উত্তেজনার কোন লক্ষ্যই তার মধ্যে প্রকাশ পায়নি।

তারপরেই আমন্ত্রিতদের মধ্যে মিঃ ও মিসেস স্পেন্স প্রথম আসেন। একটু পরেই আসেন ডাঃ এডগার। সবশেষে উপস্থিত হন মিসেস মার্গারেট কার্টার।

—আচ্ছা জন, তুমি কি করে জোর করে বলছো যে মেজর রীচের সঙ্গে মিঃ

কার্টারের দেখা হয়েছিল!

তাছাড়া, এমনও তো হতে পারে যে, মিঃ কার্টার মেজর রীচের আগে সকলের অলক্ষ্যে বাড়ী থেকে চলে গেছেন।

—আমার জোর দিয়ে বলার কারণ হল, মিঃ কার্টার মেজর রীচের আসার আগে যদি চলে যেতেন, তা হলে নিশ্চয়ই তিনি আমাকে বলে যেতন। এর আগে কোনদিন এর ব্যতিক্রম হয়নি।

তার পরেই জনকে পোয়ারো পরের দিনের ঘটনার কথা বলতে বলে।

জনও আগের মত উত্তর দেয়।

পোয়ারো পার্টি হওয়ার ঘরটা ভাল করে লক্ষ্য করে।

তারপরেই সে পর্দার ওপারে রেডিওগ্রামের পাশে সুন্দর কারুকার্য্য করা বাগদাদ থেকে অনেক পসয়া খরচ করে মেজর রীচের আনা কাঠের বড় বাক্সের কাছে আসে। বাক্সটা ঘরের দেয়াল ঘেষে থাকতে দেখে।

পোয়ারো খুব মনযোগ দিয়ে বাক্সটাকে দেখে। তারপরেই বাক্সের ঢাকা খোলে। বাক্সের ভেতরটা দেখে।

যদিও বাক্সের ভেতরটা ঘসে মেজে ও ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে। তবুও বাক্সের ভেতরে এদিক ওদিক কিছু রক্তের দাগ এখনও পর্যন্ত আছে।

পোয়ারো ভাবলেন হীন নেত্রে বাক্সের ভেতরটা খুব ভাল করে পরীক্ষা করতে থাকে।

আমার কিন্তু মিঃ কার্টারের হত্যাকাণ্ডের কথা চিন্তা করে গা শিরশির করে ওঠে।

এ সময়ে পোয়ারো প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

বাক্সের দেয়ালের দিকে আঙ্গুল তুলে বলে, ওগুলো কি? এই ফুটোগুলো তো নূতন করে হয়েছে বলে মনে হচ্ছে!

পোয়ারোর চিৎকরে আমি ও জন পোয়ারোর পাশ দিয়ে বাক্সের ভেতরকার গর্তগুলো দেখি। তিন-চারটে বেশ বড় গর্ত স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে কে যেন তাড়ছে!

জন বাক্সের ভেতরকার গর্তগুলো দেখে অবাক হয়।

সে বলে, গর্তগুলো দেয়ালের দিকে থাকর জন্যই হয়তো কখনই আমার চোখে পড়েনি স্যার!

জনের কথায় কোন গুরুত্ব দেয় না পোয়ারো।

সে আস্তে আস্তে বাক্সের ঢাকাটা বন্ধ করে। সে সময় তাকে খুবই চিন্তিত মনে হয়েছে।

একটু করেই সে জনকে প্রশ্ন করে, ঘটনার দিন সন্ধ্যেবেলা তুমি যখন সিগারেটের টিন নিয়ে ঘরে ঢুকলে, তখন ঘরের কোন কিছু অস্বাভাবিক দেখেছো?

এবার জনের অবাক হবার পালা। সে বোবা-কালার মত অপলক নেত্রে পোয়ারোর দিকে তাকায়।

পরক্ষণেই সে নিজেকে সংযত করে। বলে, আপনি সত্যিই আমাকে অবাক করে দিলেন স্যার।

—কি রকম জন?

—ব্যাপারটা খুবই সামান্য, কিন্তু তাতেও যে এতটা গুরুত্ব আছে সেকথা তখন মাথায় আসেনি।

—কোন্ কথা? পোয়ারো জনকে তাড়া দিয়ে বলে।

—ব্যাপারটা হল, সেদিন সিগারেট নিয়ে যখন আমি এই ঘরে আসি, তখন ঘরের ভেতরকার পর্দাটা কে যেন প্রায় দু ইঞ্চি বাঁদিকে সরিয়ে রাখে!

পোয়ারো পর্দার কাছে এসে পর্দাটাকে সামান্য বাঁদিকে সরিয়ে দেয়। ঠিক এরকম তো?

জন বিস্ময়ের স্বরে বলে, আপনি ঠিকই ধরেছেন স্যার। ঠিক এরকমই সরোনো ছিল।

—তার পরের দিন সকালে ওটা ঠিক একই রকম ছিল।

পরের দিন সকালেও পর্দাটা একই রকম ছিল। ঘরদোর পরিষ্কার করার সময়ে ওটা যথাস্থানে সরিয়ে দিই। কার্পেটে রক্তের দাগ লেগেছিল বলে ওগুলো কাচতে দিয়েছি।

পোয়ারো জনকে ধন্যবাদ দেয়। দরকার হল পরে আবার ডাকবে বলে জানায়।

জনের হাতে বকশিস হিসবে কিছু পয়া গুঁজে দেয় পোয়ারো। আমাকে নিয়ে রাস্তায় আসে।

পর্দা সরানোর ব্যাপারটা আমার মাথায় ঠিক ঢোকে না। আমি এ বিষয়ে পোয়ারোকে প্রশ্ন করি। বলি, এই পর্দা ইত্যাদি কি মেজর রীচের পক্ষে সহায়তা হবে?

পোয়ারো নির্বিকারভাবে বলে, হয়ত হতে পারে। তবে পর্দাটা ওভাবে সরিয়ে দেবার কারণ হল, বাক্সটাকে কেউ দেখতে পাবে না।

বাক্স থেকে রক্ত গাড়িয়ে পড়লেও কারও চোখে পড়বে না। তবে জনের কথা ভেবে আমি আমি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছি!

—জন আবার কি করল? প্রশ্ন করি।

—দেখ, প্রথম থেকে নিশ্চয়ই তুমি লক্ষ্য করেছো হেস্টিংস যে জন বেশ চট্‌পটে ও চালাক চতুর। কাজেই, বাক্সের ভেতরে মৃতদেহ রাখলে তা যে জনের নজরে পড়বেই, একথা সকলেই স্বীকার করবে?

আমি মাথা নেড়ে পোয়ারোর বক্তব্যকে সমর্থন জানাই।

—তা হলে এবার চিন্তা কর, মেজর রীচ যদি সত্যিই মিঃ কাটারকে বিকেল বেলা

খুন করে বাক্সের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কেননা, তার একটু পরেই নিয়মন্ত্রিতদের আসার কথা ছিল।

কিন্তু পার্টি শেষ হয়ে গেলে মিঃ কার্টারের মৃত দেহটা অন্য কোথাও পাচার করার যথেষ্ট সময় পেয়েছিল মেজর রীচ। কিন্তু সে তা করেনি কেন? কেননা, এটাই তো স্বাভাবিক।

—তা ছাড়া, আরও একটা কথা আমার মনে জাগছে পোয়ারো।

—বেশ বল।

—সকলের কথায় ডাঃ এডগার বাক্সের পাশে রেডিওগ্রামের রেকর্ড পাল্টাছিলেন, তাই না?

—ঠিক তাই।

—তা হলে ডাঃ এডগার নিশ্চয়ই বাক্সের ভেতর থেকে চুইয়ে পড়া রক্ত সে নিশ্চয়ই দেখেছিল।

—তা না দেখতেও পারে। কেননা, পর্দার ছায়া ও জায়গাটার ওপরে পড়েছিল।

কথা বলতে বলতে পোয়ারোর চোখ-মুখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। বলে,

আস্তে আস্তে অনেক কিছুই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

আমি অবাক হই। ব্যস্ততার সঙ্গে বলি, কি রকম?

পোয়ারো যেন আমার কথা শোনে না। সে বলে, আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থান হল ডাঃ ইভান্সের কাছে যাওয়া। ডাঃ ইভান্সই সরকারীভাবে মিঃ কার্টারের মৃত দেহের পোষ্টমর্টম করেছিল।

ডাঃ ইভান্সের সঙ্গে আমরা দেখা করি।

ডাঃ ইভান্স তাঁর রিপোর্টে যা লিখেছিল, আমাদের সেই একই কথা বলে। মিঃ কার্টারের মৃত্যু হয় ছুরিকাঘাতে।

একবারের আঘাতেই ছুরির তীক্ষ্ণ ফলা মিঃ কার্টারের হৃদপিণ্ডে বিঁধে গিয়েছিল। এই আঘাত বেশ অভ্যস্ত ব্যক্তির দ্বারা হয়।

তবে ছুরির বাঁটে কোন হাতের চিহ্ন ছিল না। হয়ত আততায়ী রোমাল জাতীয় জিনিষ দিয়ে ছুরিটা ধরেছিল। অথবা ছুরির বাঁটের ওপর থেকে হাতের চিহ্ন তুলে ফেলেছিল।

এই হত্যাকণ্ড সংঘটিত হয় সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত নটার মধ্যে।

পোয়ারো বলে ওঠে, আচ্ছা ডাঃ ইভান্স, এমনও তো হতে পারে যে, মিঃ কার্টারকে মাঝ রাতে খুন করা হয়েছিল?

ডাঃ ইভান্স বেশ জোর দিয়ে বলে, তা কখনই সম্ভব নয়। পরীক্ষাতে যা বুঝতে পেরেছি; তাতে মিঃ কার্টারকে সন্ধ্যে ৭টা থেকে বড় জোর রাত্রি দশটার মধ্যে খুন করা

হয়েছে। তার পরে হওয়া অসম্ভব।

আমরা ডাঃ ইভান্সের কাছ থেকে বিদায় নিই।

রাস্তা চলতে চলতে আমি পোয়ারোকে প্রশ্ন করি, আচ্ছা পোয়ারো এমনও তো হতে পারে যে, সে সময় মিঃ মিটার মেজর রীচের ঘরে বসেছিল, তখন অতর্কিতে বাইরে বড় আততায়ী তাকে খুন করে বাক্সের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখে।

আমার ধারণার কথা শুনে পোয়ারো বিদ্রুপের হাসি হাসে। বলে, তোমার কথা শুনে খুবই করুণা হচ্ছে তোমার ওপরে।

সেদিন তখনকার মত আমাদের এ বিষয়ে আলোচনা বন্ধ থাকে।

দুপুরবেলা লাঞ্চ সেরে আমরা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর জ্যাপের কাছে যাই। মৃত মিঃ কার্টারের পাকেটে কি কি জিনিষ পাওয়া গেছে তা দেখাতে অনুরোধ করি।

একটু পরেই জ্যাপের নির্দেশে একজন সেপাই ট্রেতে করে জিনিষগুলো নিয়ে আসে।

ওতে একটা রোমাল, কিছু খুচরো পয়সা, একটা মানিব্যাগ, তাতে এক পাণ্ডণ্ডের তিনটে নোট, একটা ধোপাখানার বিল, শ্রীমতী প্লেটনের একটা ছোট ফটো ও স্ক্রু ড্রাইভার জাতীয় ধারালো স্টিলের যন্ত্র।

স্ক্রু ড্রাইভার জাতীয় ধারালো স্টিলের যন্ত্রণা সাবধানে তুলে নেয় পোয়ারো।

আমাকে দেখিয়ে বলে, এই যন্ত্রটা দিয়ে খুব সহজেই কাঠ ফুটো করা যায়।

—তাহলে কি এর সাহায্যে মেজর রীচের বাড়ীর বাক্সটার দেয়ালের দিকের অংশটায় ফুটো করা হয়েছিল? আর সে কাজটা মিঃ কার্টার নিজেই করেছে!

—ঠিক তাই। কেননা, মৃত দেহের জন্য খুনী নিশ্চয়ই এই গর্ত করবে না। কাজেই, কেউ এই বাক্সের ভেতরে লুকিয়ে থাকার জন্য এই গর্ত করে।

আমি ও জ্যাপ অবাক হয়ে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে থাকি। ভাবি, সে কি উল্টো পাল্টা কথা বলছে।

আমাদের দিকে না তাকিয়ে পোয়ারো বলতে থাকে, মিঃ মার্টার তার স্ত্রী মার্গারেটের সঙ্গে মেজর বীচের ঘনিষ্ঠতা ভাল চোখে দেখতো না।

কিন্তু তার হাতে এমন প্রমাণ ছিল না যে, যাতে করে এ বিষয়ে সে মার্গারেটকে দোষারোপ করতে পারে।

তাই মিঃ কার্টার এই সন্দেহ দূর করার জন্য পরিকল্পনা করে। মেজর রীচের ডিনার পার্টির দিন বাইরে যাবার কথা ঘোষণা করে। মেজর রীচের বাড়ীর কাছে আত্মগোপন করে থাকে।

মেজর রীচ কোন কাজে মেজর রীচের বাড়ীতে ঢোকে। মেজর রীচকে চিঠি লেখার ভান করে পার্টি হওয়ার ঘরে যায়। জন নিজের কাজে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

মিঃ কার্টার এই দুযোগে স্ক্রু জাতীয় অস্ত্র দিয়ে বাক্সের গায়ে বেশ বড় ফুটো করে বাক্সের ভেতরে আত্মগোপন করে থাকার সময় যাতে সে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে।

পরে বাক্সের ভেতরে ঢেকে। তার কারণ হল, স্ত্রী মার্গারেট মেজর রীচের সঙ্গে কিভাবে সময় কাটায়। সমস্ত রাত মেজর রীচের বাড়ীতে থেকে কিনা তা সচোখে দেখতে চায়। দুশ্চিন্তার পোকার হুল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চায়।

—তাহলে তুমি বলতে চাও পার্টি শেষ হওয়ার পর মেজর রীচ মিঃ কার্টারকে খুন করেছে? তাও যে সম্ভব নয়, তার প্রমাণ হল, ডাঃ ইভান্স জোর করে বলেছে যে, রাত্রি দশটার আগেই মিঃ কার্টারকে খুন করা হয়েছে।

এতক্ষণ ইন্সপেক্টর জ্যাপ চুপ করে পোয়ারোর কথা শুনছিল।

এবার সে মুখ খোলে।

বলে, যে সময় খুন হয়েছে বলে ডাঃ ইভান্স মন্তব্য করেছেন, সে সময় সেই পার্টির ঘরে আমন্ত্রিত সকলেই ছিলেন। কাজেই, এ জাতীয় বিভৎস জিনিষ সংঘটিত হল, আর অতিথিরা কিছুই জানতে পারল না, ব্যাপারটা কি রকম বিস্ময়কর লাগছে না কি?

—আসলে ব্যাপারটা ঠিক এভাবেই হয়েছে। মিঃ কার্টারের খুনী হলেও সে একজন শিল্পী কেননা, সে এত নিখুঁতভাবে পরিকল্পনা করেছে যে, এতগুলো লোকের উপস্থিতিতে সে কাজ সেরেছে, কিন্তু কেউ ঘূণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি। নিজেও সে যথেষ্ট সংযত ছিল!

আমি বেশ একটু অসহ্য হয়ে পড়ি।

পোয়ারোকে বলি, ভূমিকা বাদ দিয়ে আসল ব্যাপারটা খুলে বল তো।

পোয়ারো হাসে। বলে, বেশ, তাহলে শোন। সেদিনের পার্টিতে একজন বাদে সকলেই তাস খেলতে মগ্ন ছিল। সেই একজনের ওপরে দায়িত্ব ছিল বাক্সের পাশে রেডিওগ্রামের রেকর্ড পরিবর্তন করা।

সেই একজন রেকর্ড পাল্টাবার নাম করে বাক্সের ঢাকা খোলে। নিপুণ হাতে মিঃ কার্টারকে খুন করে। হাসি মুখে আমন্ত্রিতদের মধ্যে ফিরে আসে। কেননা, সে মিঃ কার্টারের পরিকল্পনা জানতো।

—তোমার যুক্তি মোটেই গ্রাহ্য নয় পোয়ারো। কেননা, একজন সুস্থ সমর্থ লোককে ছুরি দিয়ে হত্যা করা হল, আর সেই লোকটা চিৎকার না করে মুখ বুজে মৃত্যু বরণ করল! সবটাই অসম্ভব। অবান্তর। আমি বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠি।

এবারও পোয়ারো হাসে। সেই হাসির মধ্যে বিদ্রুপের ছোঁয়া ছিল। পরে বলে, আচ্ছা বল তো হেস্টিংস, ঘটনার দিন বিকেলে মিঃ কার্টার কার সঙ্গে রেস্তোরাঁয় পানীয়

পান করেছিল?

—কেন, ডাঃ এডগারের সঙ্গে।

—এই ডাঃ এডগারই হল নাটের গুরু। সেই মিঃ কার্টারের মনে তার স্ত্রী মার্গারেট সম্বন্ধে সন্দেহ ঢোকায়।

ডাঃ এডগারের কথায় মিঃ কার্টারের সন্দেহ এমন পর্যায়ে এসে পড়ে যে, সে আর তা সহ্য করতে পারে না। পাগল হবার উপক্রম হয়।

তখন ডাঃ এডগারই তাকে এই পরিকল্পনা দেয়। মিঃ কার্টারও সে পরিকল্পনা মত মেজর রীচের বাক্সের ভেতরে আত্মগোপন করে।

তবে রেস্তোরাঁয় পানীয় পান করার সময় ডাঃ এডাগার মিঃ কার্টারের পানীয়ের মধ্যে তার অলক্ষ্যে এমন কোন মাদক দ্রব্য মিশিয়ে দিয়েছিল যাতে মিঃ কার্টারের পক্ষে সজাগ থাকা সম্ভব ছিল না। সে নেশায় বেহুঁস হয়ে বাক্সে কোন রকমে ঘাড় গুঁজে শুয়েছিল।

এবার ডাঃ এডগার রেকর্ড পাল্টাবার নাম করে বাক্সের ডালা খোলে। অচেতন মিঃ কার্টারকে নিপুণ হাতে এমনভাবে ছুরি দিয়ে আঘাত করে, যাতে এক আঘাতেই তার মৃত্যু হয়। সে টু শব্দটি পর্য্যন্ত করতে পারে না।

ইন্সপেক্টর জ্যাপ এত বেশী বিস্মিত হয় যে, সে কোন কথা বলতে পারে না।

আমি কিন্তু বেশ বিরক্তের সঙ্গে বলি, হঠাৎ ডাঃ এডগার এত বড় ঝুঁকি নিতে যাবে কেন? এর পেছনে তার কি স্বার্থ আছে?

এবারো পোয়ারো মৃদু হাসে।

বলে, কি কারণে একটি সুন্দরী যুবতীকে না পেয়ে একটি যুবক আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল? দুজন সুস্থ চিন্তা সম্পন্ন যুবক একটি যুবতীর জন্য কেন মরণপণ দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল?

এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে সেই একই কারণ। এখানে ডাঃ এডগার মার্গারেটকে পছন্দ করত।

কিন্তু মিঃ কার্টার ও মেজর রীচ জীবিত থাকতে মার্গারেটকে পাবার কোন আশা ছিল না তার।

তাই কায়দা করে দুজনকে সে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছিল। আংশিকভাবে সাফল্য মণ্ডিত হলেও, শেষ পর্যান্ত নিজের জালে সে নিজে জড়িয়ে পড়ল।
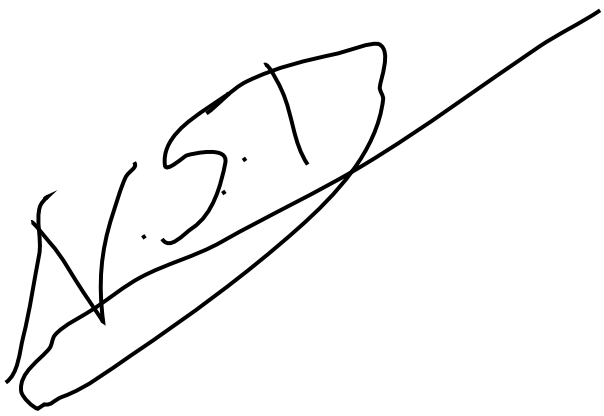
তবে একথা বলতে আমার লজ্জা নেই যে, এত দিনেও এরকম খুনী শিল্পীর সন্ধান আমি পাইনি! তার জন্য ডাঃ এডগারকে ফাঁসি কাঠে ঝোলালেও আমি তার শিল্পী মনের জন্য তার কাছে কৃতজ্ঞ।